তৃতীয় অধ্যায়

শাস্ত্রের ক্যানন

(The Canon of Scripture)

ক) পুরাতন নিয়মের ক্যানন
খ) নতুন নিয়মের ক্যানন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা লিখিত আকারে ঈশ্বরের বাক্যকে, তথা বাইবেলকে আমাদের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু লিপিবদ্ধ ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেবার পূর্বে আমাদের জানা উচিত কোন্‌টি বাইবেলের অন্তর্গত এবং কোনটি বাইবেলের অন্তর্গত নয়। অর্থাৎ, কোন্‌টি ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং কোন্‌টি ঈশ্বরের বাক্য নয়। অর্থাৎ, বিষয়টি শাস্ত্রের ক্যানন প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। শাস্ত্রের ক্যাননকে এক কথায় এইভাবে বর্ণনা করা যায়, **"এ হল সেই সমস্ত পুস্তকের তালিকা, যারা বাইবেলের অন্তর্গত।"** সহজ কথায়, বাইবেলের অন্তর্গত পুস্তক সমূহের তালিকাকে ক্যানন বলে।

শাস্ত্র বাক্যের দ্বারা আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে বৃদ্ধি লাভ করি। ২বিবরণ ৩২:৪৭ পদে ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের জীবন এবং দীর্ঘায়ু লাভের উপায় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে: ***"বস্তুত ইহা তোমাদের পক্ষে নিরর্থক বাক্য নয়, কারণ ইহা তোমাদের জীবন, এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশে এই বাক্য দ্বারা দীর্ঘায়ু হবে।"*** অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্যে অযথা সংযোজন বা বিয়োজনের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণভাবে পালন করতে ব্যর্থ হই। ঈশ্বরের আদেশের কোন অংশকে বাদ দেওয়া হলে, তা যেমন আমাদের কাছে অজানা হয়ে যায়;আবার ঈশ্বরের বাক্য নয় এমন কোনও বিষয়কে যখন যোগ করা হয়, তখন আমরা অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলি। ফলস্বরূপ, আমরা ঈশ্বরের বাক্য বা আজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালনে ব্যর্থ হই। এই কারণে, মোশি ইস্রায়েলীয়দের প্রতি এমন আদেশ করেছিল, ***"সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করবে না এবং তাহার কিছু হ্রাস করবে না। আমি তোমাদের যা যা আদেশ করছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করবে"*** (২বিবরণ ৪:২)। তাই ঈশ্বরের বাক্যের ক্যানন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ক) পুরাতন নিয়মের ক্যানন

পবিত্র শাস্ত্র নিজে ক্যাননের ঐতিহাসিক বিকাশের বিষয় সাক্ষ্য দেয়। সব থেকে পুরানো লিপিবদ্ধ ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি। অর্থাৎ, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা বাইবেলের ক্যাননের সূচনা করেছে। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর অঙ্গুলী দ্বারা দুটি পাথরের ফলকে তাঁর দশ আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেন (যাত্রা ৩১:১৮;৩২:১৬;২বিবরণ ৪:১৩;১০:৪)। এই পাথরের ফলক দুটি পরবর্তীকালে ঈশ্বর ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে সাধিত সন্ধির প্রতীকস্বরূপ নিয়ম-সিন্দুকের মধ্যে স্থান পায়। পরবর্তী কালে ঈশ্বরের বাক্যের লিখন ও সংরক্ষণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোশি নিজে ঈশ্বরের অনেক আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করে এবং নিয়ম-সিন্দুকে তার সংরক্ষণ করে (২বিবরণ ৩১:২৪-২৬)। ২বিবরণ ৩১:২৪-২৬ পদ যদিও আপেক্ষিকভাবে মোশির দ্বারা লিখিত দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তককেই নির্দেশ করে, কিন্তু মোশির দ্বারা লিখিত অপর চারটি পুস্তকও (আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা) এই পদগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে (যাত্রা ১৭:১৪;২৪:৪;৩৪:২৭, গণনা ৩৩:২, ২বিবরণ ৩১:২২)। মোশির মৃত্যুর পর যিহোশূয় 'মোশীর দ্বারা লিখিত শাস্ত্রের' ক্যাননকে বৃদ্ধিদান করে (যিহোশূয় ২৪:২৬)।

এর পরবর্তী সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে ভাববাদী নামে পরিচিতদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতাপূর্ণ বাক্য, শাস্ত্র বাক্যের আকার বা আয়তনের বৃদ্ধি ঘটান। তাদের মধ্যে শমূয়েল (১শমূয়েল ১০:২৫), নাথন ও গাদ (১বংশাবলি ২৯:২৯), জেহূ (২বংশাবলি ২০:৩৪; ১রাজা ১৬:৭), যিশাইয় (২বংশাবলি ২৬:২২; ৩২:৩২), বা যিরমিয় (যিরমিয় ৩০: ২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অর্থাৎ, শাস্ত্র নিজেই এই সকল ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে স্বীকার করে এর মর্যাদার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

পুরাতন নিয়মের ক্যাননের বিষয়বস্তু বিভিন্ন লেখকের রচনার দ্বারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। যদি আমরা হগয় ভাববাদীকে ৫২০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের, সখরিয় ভাববাদীকে ৫২০-৫১৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের, মালাখিকে ৪৩৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে অবস্থানকারী ভাববাদী হিসাবে গ্রহণ করি, তা হলে আমরা পুরাতন নিয়মের শেষ **ভাববাদীদের** সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি। পুরাতন নিয়মে লিখিত শেষ **ঐতিহাসিক পুস্তক** হিসাবে যদি ইষ্রা, নহিমিয় এবং ইষ্টেরকে চিহ্নিত করা হয়, তবে এ আমাদের কাছে খুবই সুস্পষ্ট যে, ৪৩৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পরে পুরাতন নিয়মের ক্যাননে কোন পুস্তক সংযোজিত হয়নি। কারণ, ইষ্রা ৪৫৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে যিরূশালেমে যান এবং নহিমিয় ৪৪৫-৪৩৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে যিরূশালেমে অবস্থান করেছিলেন। ৪৩৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পরে যদিও ইহুদীদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (যেমন ম্যাক্কাবী), কিন্তু এই সকল রচনাকে প্রথম থেকেই শাস্ত্রের ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি।

আমরা যখন ইহুদী ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক ভ্রমতার উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তখন ইহুদীদের অন্যান্য পুস্তকগুলির বেশীর ভাগই সাক্ষ্য দেয় যে, ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতাযুক্ত বাক্যের প্রকাশ মালাখির পরবর্তী সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আনুমানিক ১০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে লিখিত ১ম্যাকাবী ৪:৪৫-৪৬ পদ সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন ঈশ্বরের কোন ভাববাদী উপস্থিত না হয়, ততদিনের জন্য তারা সেই প্রস্তর মন্দিরের পর্বতে সংস্থাপিত করেছিল। অর্থাৎ সেই সময়ে ঈশ্বরের ভাববাদীর অনুপস্থিতির বিষয়ে এই রচনা সাক্ষ্য দিচ্ছে। আবার, ১ম্যাকাবী ৯:২৭ পদে বলা হয়েছে যে, পূর্বকালে যেমন তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাববাদী ছিলেন, তৎকালে তাদের ন্যায় ভাববাদীরা ছিলেন না।

প্রথম শতাব্দীর অন্যতম পরিচিত ঐতিহাসিক যোষেফুসও *(Josephus)* এই সময়কার বিভিন্ন ঐতিহাসিক রচনাকে পূর্বকালের ভাববাদীদের দ্বারা লিখিত রচনার সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, যোষেফুস এই সময়কার রচনা, তথা অ্যাপোক্রিফার *(Apocrypha)* বিভিন্ন পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও, পুরাতন নিয়মের ক্যাননের অন্তর্গত বিভিন্ন পুস্তকের সঙ্গে তাদের সমান অধিকার দিতে রাজি ছিলেন না। অর্থাৎ, যোষেফুসের চিন্তানুসারে, ৪৩৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পরে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে অন্য কোনও সংযোজন ঘটেনি।

আবার, প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর কুমরান গোষ্ঠীও ৪৩৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পরে ইহুদীদের দ্বারা রচিত কোন পুস্তককে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে স্বীকার করেনি। অন্যদিকে, এই সময়ে রবিবদের বিভিন্ন রচনাবলীতেও আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাববাদীদের অনুপস্থিতির কথা স্বীকার করা হয়েছে।

নতুন নিয়মে আমরা যীশু বা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ইহুদীদের মধ্যে পুরাতন নিয়মের ক্যানন সম্বন্ধে মতবিরোধের কোনও উল্লেখ পাই না। অর্থাৎ, ইহুদীদের দ্বারা স্বীকৃত মালাখি পর্যন্ত রচিত পুস্তক সমূহকে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা পুরাতন নিয়মের ক্যানন হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। অতএব, মালাখির পরবর্তী কোন ইহুদী ঐতিহাসিক রচনাকে (যাকে অ্যাপোক্রিফা বলা হয়) আমরা পুরাতন নিয়মের ক্যাননের অন্তর্গত করতে পারি না।

রোমীয় ক্যাথলিক *(Roman Catholic)* মণ্ডলীতে অ্যাপোক্রিফাকে পুরাতন নিয়মের ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত করলেও প্রোটেস্টান্ট *(Protestant)* মণ্ডলীতে এর বিভিন্ন পুস্তককে ক্যানন হিসাবে স্বীকার করা হয় না। 'অ্যাপোক্রিফা' শব্দের অর্থ লুকানো বিষয় সমূহ। অ্যাপোক্রিফার অন্তর্গত পুস্তকগুলির নাম--- *I & II Esdras, Tobit, Judith, Rest of Esther, The Wisdom of Solomon, Ecclesiasticus, Baruch, The Song of the Three Holy Children, Susanna, Bel & The Dragon, The Prayer of Manasseh, I & II Maccabees*। হিব্রু বাইবেলে এই সকল পুস্তকের সংযোজন ঘটেনি। কিন্তু হিব্রু বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ, যাকে সেপ্টুয়াগিন্ট *(Septuagint)* বলা হয়, তাতে এদের সংযোজিত করা হয়েছে। ইহুদীদের দ্বারা এই সকল পুস্তককে কখনও শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। মণ্ডলীর আদিযুগে এই সকল পুস্তককে শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণের বিরুদ্ধে মণ্ডলীর নেতাদের অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। জেরোম *(Jerome)* বাইবেলের ল্যাটিন অনুবাদ করেছেন, এই অনুবাদের নাম ভালগেট *(Vulgate)*। তিনি যদিও এই সকল পুস্তককে তার অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু এদের ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করেননি। তিনি এদেরকে মণ্ডলীর সাধারণ পুস্তক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ১৭০ খ্রীস্টাব্দে মেলিতো শহরের *(Melito)* বিশপ পুরাতন নিয়মের পুস্তক সমূহের যে তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যেও অ্যাপোক্রিফার

পুস্তকগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়মের ঐতিহাসিক ইউসেবিয়ূসও *(Eusebius)* পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তককে ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করলেও অ্যাপোক্রিফার পুস্তকগুলিকে স্বীকার করেননি। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ আথানাসিয়ূস *(Athanasius)* ৩৬৭ খ্রীস্টাব্দে পুরাতন নিয়মের পুস্তক সমূহের যে তালিকা দেন, তাতেও অ্যাপোক্রিফার বইগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

উপরের ঐ সকল ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও এই সকল পুস্তকগুলির মধ্যে শিক্ষা বা ঈশতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত অ-সামঞ্জস্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে---

ক। *Judith & Tobit* পুস্তক ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বিভিন্ন ভুল তথ্যে পূর্ণ।
এই সকল পুস্তকে মিথ্যা এবং অসাধুতাকে মেনে নিতে চেষ্টা করা হয়েছে।
খ। *Wisdom of Solomon* শিক্ষা দেয় যে, অস্তিত্ব ছিল এমন বিষয় থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে।
গ। *Ecclesiusticus* পুস্তকে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপহার দানের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
ঘ। *Baruch*-এ বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মৃতদের প্রার্থনা শোনেন।
ঙ। *Maccabees*-পুস্তকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিভিন্ন ভুল তথ্য পাওয়া যায়।

১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দের ট্রেন্ট কাউন্সিলে রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী অ্যাপোক্রিফার বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে *I & II Esdras* এবং *The Prayer of Manasseh*-কে কেবল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পুস্তকগুলিকে ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করে। এই কাউন্সিল হল মার্টিন লুথারের দ্বারা সদ্যজাত প্রতিবাদী শিক্ষার বিরুদ্ধে ক্যাথলিক মণ্ডলীর উত্তর। কারণ, অ্যাপক্রিফার ঐ সকল বই ক্যাথলিক মণ্ডলীর মনগড়া বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, যেমন-

১। মৃতদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা।
২। বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কার্যের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়া।

ক্যাথলিক মণ্ডলীর এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষাকে এই সকল পুস্তকে সমর্থন করা হয়েছে। তাই, ক্যাথলিক মণ্ডলী এই সকল ভ্রান্ত শিক্ষাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য অ্যাপোক্রিফার অন্তর্গত ঐশ্বরীক ক্ষমতা বিহীন পুস্তককে ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমরা কখনও অ্যাপোক্রিফাকে ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে পারি না, কারণ---

ক। এই পুস্তকগুলি নিজেরাই নিজেদের ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে দাবী করে না।
খ। ইহুদী লোকেরাও এদের ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে স্বীকার করে না।
গ। যীশু বা নতুন নিয়মের কোন লেখক এই সকল পুস্তককে ক্যানন হিসাবে স্বীকার করেনি।
ঘ। এই সকল পুস্তক শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক এবং ভ্রান্ত অনেক শিক্ষা দিয়ে থাকে।

অতএব, এই সকল পুস্তক সাধারণ মানুষের লেখা সাধারণ পুস্তক হওয়ায়, এই সকল পুস্তকের পাঠের দ্বারা যদিও ঐতিহাসিক বা ভাষাগত কিছু শিক্ষা লাভ সম্ভব, কিন্তু খ্রীস্ট বিশ্বাসীর জীবন ও চিন্তার উপর ঐ সকল বই কোনও প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না।

খ) নতুন নিয়মের ক্যানন

প্রেরিতদের লেখার দ্বারা নতুন নিয়মের ক্যানন শুরু হয়েছে। আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, শাস্ত্র-বাক্যের লিপিবদ্ধকরণ প্রাথমিকভাবে মানুষের পরিত্রাণের ইতিহাসে ঈশ্বরের মহান কার্যের সঙ্গে যুক্ত। তাই পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর কীভাবে অব্রাহামকে আহ্বান করেন, কীভাবে তাঁর মাধ্যমে তাঁর বংশধরদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, কীভাবে তারা মিশরের বন্দিত্ব কাটায়, তারপর মোশির মাধ্যমে কীভাবে তাদের বন্দীদশার অবসান ঘটে ও তারা প্রান্তরে জীবন যাপন করে, কনানে কীভাবে ঈশ্বরের লোকদের বসতি হয়, কীভাবে তাদের মধ্যে রাজার রাজত্ব শুরু হয়, তারপর আবার ব্যাবিলনে বন্দিদশা ও তার থেকে উদ্ধার। আমাদের পরিত্রাণের ইতিহাসের এই সমস্ত ঘটনাকে শাস্ত্রে ঈশ্বরের নিজের বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এইভাবে, মোশীহ বা খ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রত্যাশা সম্বন্ধে ঘোষণার দ্বারা পুরাতন নিয়ম শেষ হয়েছে (মালাখি ৩: ১-৪, ৪: ১-৬)। অতএব, এই পরিত্রাণের ইতিহাসে পরবর্তী ধাপ খ্রীস্টের আগমন, তাঁর জীবন, তাঁর কার্য, তাঁর বাণী এবং সেই সকলের ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। সুতরাং, খ্রীস্ট যতদিন না আসেন, ততদিনের জন্য (প্রায় ৪০০ বছর) ক্যানন হিসাবে কোনও পুস্তককে আশা করা উচিত নয়।

এই কারণেই, নতুন নিয়ম সাধারণভাবে প্রেরিতদের রচনা। যদিও কয়েকটি পুস্তক (মার্ক, লূক, প্রেরিত, ইব্রীয় এবং যিহুদা) যীশুর প্রেরিতদের দ্বারা রচিত নয়, কিন্তু ঐ পুস্তকগুলি তাঁর প্রেরিতদের অতি সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয়েছে। সাধারণভাবে, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষার দ্বারাই নতুন নিয়মের এই সমস্ত পুস্তক প্রেরিতদের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, পবিত্র আত্মা প্রেরিতদের এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন যেন, তারা যীশুর কার্য ও বাক্য সকল সঠিকভাবে স্মরণ করে ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সঠিক ব্যাখ্যা করে।

যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি পবিত্র আত্মার দ্বারা এই ক্ষমতা লাভের বিষয়টি পূর্বেই প্রকাশ করেছিলেন (যোহন ১৪:২৬)। আবার, যোহন ১৬:১৩-১৪ পদে পবিত্র আত্মার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি এবং শিক্ষাদান সম্পর্কে যীশু শিষ্যদের উদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞাও করেছেন। অর্থাৎ, এই সকল পদে যীশু তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রবাক্য লিপিবদ্ধকরণের আশ্চর্য ক্ষমতা বা অনুগ্রহ দান করেছেন, যার দ্বারা পবিত্র আত্মা তাদের "সকল সত্য" স্মরণ করিয়ে দেবেন।

আবার নতুন নিয়মের পুস্তক সকলের রচয়িতা অর্থাৎ প্রেরিতরা, নিজেরা ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের বিশেষ ক্ষমতার অধিকার সম্বন্ধে দাবী করেছে। অর্থাৎ, পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন ভাববাদীরা যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, নতুন নিয়মে প্রেরিতরাও ঈশ্বরের বাক্য বলবার এবং লিখবার জন্য একই প্রকার ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলে দাবী করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২পিতর ৩:২ পদে ভাববাদীদের দ্বারা পূর্ব-কথিত বাক্য সকলের সঙ্গে, প্রেরিতদের দ্বারা দত্ত যীশুর আজ্ঞা সকলকে সমান মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। আবার প্রেরিতদের প্রতি মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে (প্রেরিত ৫:২) পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে, এমন কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। পৌলের লেখাতে এই ধরণের দাবী বেশী করে লক্ষ্য করা যায়। একদিকে, পৌল এমন কথা বলেছে যে, ***"চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যদের হৃদয়াকাশে যা উঠে নাই"*** (১করি ২:৯) তা পবিত্র আত্মা তার কাছে প্রকাশ করেছেন;অপর দিকে, পৌল যখন এই প্রকাশ ঘোষণা করেছে, তখন পৌল তাকে ***"মানুষের শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মিক শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা, আত্মিক বিষয়ের বিশ্লেষণের কথা"*** (১করি ২:১৩) বলেছে।

একইভাবে পৌল করিন্থীয়বাসীদের এমন কথা বলেছে, ***"কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কিংবা আত্মিক বলিয়া মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের কাছে যা যা লিখলাম, সে সকল প্রভুর আজ্ঞা"*** (১করি ১৪:৩৭)। অর্থাৎ, করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌলের চিঠির বক্তব্য কেবল পৌলের নিজের কথা নয়, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা। পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজের প্রেরিতত্ব প্রমাণার্থে পৌল করিন্থীয়দের এমন কথা পর্যন্ত বলেছে, ***"খ্রীস্ট আমাতে (পৌল) কথা বলেন"*** (২করি ১৩:৩) । এই ধরণের কথা পৌল বার বার ব্যবহার করেছে (রোমীয় ২:১৬, গালা ১:৮-৯, ১থিষলনী ২:১৩, ৪:৮, ১৫, ৫:২৭, ২থিষলনী ৩:৬, ১৪)।

অতএব, ঈশ্বরের কথা সকল লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রেরিতেরা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ফলস্বরূপ, তাদের দ্বারা লিখিত বাক্য সকল পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের দ্বারা লিখিত বাক্য সকলের সঙ্গে সত্যে ও ক্ষমতায় সমান মর্যাদার অধিকারী। খ্রীস্টের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের শ্রেষ্ঠ সত্য সকল লেখার দ্বারা, বিশ্লেষণ করার দ্বারা এবং বিশ্বাসীদের জীবনে প্রয়োগের দ্বারা প্রেরিতেরা এই কার্য সম্পন্ন করেছে।

এই কারণে নতুন নিয়মের কিছু কিছু অংশকে পুরাতন নিয়মের সঙ্গে এক সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। নতুন নিয়মে কমপক্ষে দুটি স্থানে আমরা এমন বর্ণনা পেয়ে থাকি। **প্রথমটি**, ২পিতর ৩:১৬ পদ, যেখানে পিতর পৌলের লেখা চিঠির অস্তিত্ব স্বীকার করেছে এবং পৌলের লেখা চিঠিকে শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়েছে। পিতর বলেছে, ***"যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলও তাঁহাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন, আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করে তিনি এই প্রকার কথা কহেন; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্র লিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে"*** (২পিতর ৩:১৫-১৬)। গ্রীক নতুন নিয়মে ***শাস্ত্রলিপির*** জন্য *graphe* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি নতুন নিয়মে প্রায় ৫১ বার ব্যবহৃত হয়েছে, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর দ্বারা পুরাতন নিয়মকে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব, ***"শাস্ত্রলিপি"*** শব্দটি নতুন নিয়মের লেখকেরা কেবল ঈশ্বরের বাক্য বা পুরাতন নিয়মের ক্যাননের অংশকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই পদে, পিতর পৌলের লেখাকে ***"অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপির"*** সঙ্গে একই মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অতএব, পিতরের কথানুসারে পৌলের লেখনীও ***"শাস্ত্রলিপি"*** হিসাবে পরিচিত হবার যোগ্য, এবং ক্যাননের অংশ হবার যোগ্য।

দ্বিতীয়টি, ১তীমথিয় ৫:১৭-১৮ পদে পাওয়া যায়। এখানে পৌল বলেছে, ***"যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করেন, বিশেষতঃ যাঁরা বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁরা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য গণিত হন। কারণ শাস্ত্রে বলে, "শস্য মর্দনকারী বলদের মুখে জাতলি বাঁধিও না;" আর "কার্যকারী আপন বেতনের যোগ্য"*** (১তীম ৫:১৭-১৮)। শাস্ত্রের প্রথম উদ্ধৃতিটি দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৪ পদে পাওয়া যায়;কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি পুরাতন নিয়মের কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি লূক ১০:৭ পদে পাওয়া যায় (গ্রীক নতুন নিয়মে সম্পূর্ণ এক কথা)। অর্থাৎ, পৌল এখানে লূক লিখিত সুসমাচারের অংশকে উদ্ধৃত করে ***"শাস্ত্র"*** আখ্যা দিয়েছে। অর্থাৎ, ক্যাননের অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছে। উপরের এই দুটি উদাহরণ (২পিতর ৩:১৬ এবং ১তীম ৫:১৭-১৮) থেকে আমরা বলতে পারি যে, মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম থেকেই নতুন নিয়মের লেখনীকে শাস্ত্রের ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

প্রেরিতেরা তাদের প্রেরিত পদের গুণে ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধকরণের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিল;তাই, তাদের লেখা খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য *(Authentic)* শিক্ষাকে প্রথম মণ্ডলী *(Early Church)* ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাই, নতুন নিয়মের বেশীর ভাগ পুস্তক সরাসরি প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত হওয়ায়, আমরা সহজেই ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। তাই মথি, যোহন, রোমীয় থেকে ফিলিমন (প্রত্যেকটি পৌলের লেখা) যাকোব, ১ ও ২পিতর, ১, ২ ও ৩যোহন এবং প্রকাশিত বাক্যকে সহজেই ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব। *[* যাকোবকে প্রেরিত হিসাবে ধরা হয়েছে (১করি ১৫:৭, গালা ১:১৯)। যাকোব প্রেরিত হবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল (প্রেরিত ১২:১৭, ১৫:১৩, ২১:১৮, গালা ২:৯-১২)। *প্রেরিত হবার যোগ্যতা*—(ক) মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত খ্রীস্টকে স্বচক্ষে দর্শন (১করি ১৫: ৮);(খ) খ্রীস্টের দ্বারা খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর প্রাথমিক স্থাপনকারী প্রেরিত হিসাবে নিযুক্তি (ইফি ২:২০)। *]*

অর্থাৎ, বাকি থাকে মাত্র ৫টি পুস্তক: মার্ক, লূক এবং ইব্রীয় ও যিহুদা। এগুলি সরাসরি প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত হয়নি। মণ্ডলীর প্রথম যুগে কোন্ পদ্ধতিতে এই পুস্তকগুলিকে নতুন নিয়মের ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সে বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্ক, লূক এবং প্রেরিত পুস্তককে অনেক আগে ভাগে নতুন নিয়মের ক্যাননের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। হয়ত, পিতরের সঙ্গে মার্কের ঘনিষ্ঠতার জন্য, এবং পৌলের সঙ্গে লূকের ঘনিষ্ঠতার জন্য এই তিনটি পুস্তককে এত সহজে ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। হয়ত, একই কারণে যিহুদার লেখক, যাকোবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ও আমাদের প্রভু যীশুর ভাই হওয়ায় যিহুদা পুস্তকটিকেও ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। যিহুদার অন্তর্ভুক্তিতে একটু বেশী সময় লেগেছিল;মূলত ক্যানন বহির্ভূত পুস্তক, *Book of 1 Enoch* থেকে উদ্ধৃতির বিষয়ে সন্দেহ থাকার কারণে।

প্রেরিত পৌলকে মণ্ডলীর অনেকে ইব্রীয় পত্রের লেখক হিসাবে চিহ্নিত করায়, ইব্রীয় পুস্তককে ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে, পৌলকে এই পুস্তকের লেখক হিসাবে অনেকেই মানতে চান না। ওরিগেন *(Origen)* ২৫৪ খ্রীস্টাব্দে মারা যান, তিনি ইব্রীয় পুস্তকের সম্ভাব্য লেখক হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করলেও, শেষ পর্যন্ত এমন কথা বলেছেন, *"কিন্তু প্রকৃতভাবে কে এই পত্রের লেখক, তা কেবল ঈশ্বর জানেন।"*অতএব, কেবলপৌলকে এই পত্রের লেখক হিসাবে মনে করে যে এই পুস্তককে ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা নয়। কিন্তু এই পত্রের অন্তর্নিহিত গুণাবলী আজকের দিনে যেমন আমাদের মোহিত করে, ঠিক একইভাবে প্রথম মণ্ড লীর বিশ্বাসীদেরকেও এই সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল যে, এই পত্রের মানুষ লেখক যেই হোক না কেন, এর চূড়ান্ত লেখক একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর। খ্রীস্টের মহত্বের যে গৌরব এই পত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিচ্ছুরিত হয়, তা দেখে কোনও বিশ্বাসীই এই পুস্তকের ক্যাননে অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে না।

উপরের এই আলোচনা আমাদের ক্যাননিসিটি *(canonicity)* প্রশ্নের সম্মুখীন করে। অর্থাৎ কোনও পুস্তককে ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কী কী যোগ্যতার অধিকারী হওয়া উচিত বা কী কী বিষয়ের বিবেচনা করা উচিত?

কোনও পুস্তককে ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে, সেই পুস্তককে *অবশ্যই ঈশ্বরের দ্বারা লিখিত পুস্তক হতে হবে*। যদি কোনও পুস্তকের লিখিত বাক্য ঈশ্বরের কথা হয় (মানুষ লেখকের মাধ্যমে) এবং প্রেরিতদের পরিচালনায় প্রথম মণ্ডলী যদি শাস্ত্রের অংশ হিসাবে তাকে সংরক্ষিত করে রাখে, তবে সেই পুস্তক অবশ্যই ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি সেই পুস্তকের বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য না হয়, তবে তা ক্যাননের অংশ হতে পারবে না। লেখক প্রেরিত কি-না তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ প্রাথমিকভাবে চরম ঐশ্বরীক ক্ষমতার অধিকারী বাক্য সমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য যীশু তাঁর শিষ্যদের ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তাই, যদি কোন পুস্তককে প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে দেখানো সম্ভব হয়, তবে সেই পুস্তক স্বয়ংক্রিয়ভাবে চরম

ঐশ্বরীক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ধরা হবে। এই কারণে, প্রথম মণ্ডলী প্রেরিতদের লেখাকে সহজেই ক্যানন হিসাবে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেছিল।

কিন্তু ক্যাননে কিছু কিছু পুস্তকের উপস্থিতি, যেগুলি সরাসরি কোন প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত হয়নি, আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীস্ট অপর কিছু ব্যক্তিকেও এমন ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যার দ্বারা তারা ঈশ্বরের নিজের কথা লিপিবদ্ধ করেছিল এবং ফলস্বরূপ সেই সকল পুস্তকও ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, যে পবিত্র আত্মা বিভিন্ন মানুষ-লেখককে ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই পবিত্র আত্মাই আবার ঈশ্বরের বাক্যকে চিনে নিতে এবং ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করতে প্রথম মণ্ডলীকে পরিচালিত করেছিলেন। যীশু নিজে এমন কথা বলেছিলেন, ***"আমার মেষেরা আমারই রব শুনে"*** (যোহন ১০:২৭)। তাই, প্রথম মণ্ডলীর নেতারা বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করে আত্মার অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে নতুন নিয়মের ক্যাননকে রূপদান করেছিল। **বাহ্যিক বিভিন্ন বিষয়**গুলির মধ্যে, **প্রেরিতদের দ্বারা লিখন, শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের সঙ্গে শিক্ষা ও মতবাদের ধারাবাহিকতা**, এবং **বেশীরভাগ বিশ্বাসীদের দ্বারা "ঈশ্বর নিঃশ্বসিত" বাক্য হিসাবে স্বীকারোক্তি**, ইত্যাদি অন্যতম ছিল। এইভাবে, আত্মার অনুপ্রেরণায় কিছু সময়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

৩৬৭ খ্রীস্টাব্দে, আথানীসিয়ূস *(Athanasius)* তার ৩৯তম *Paschal Letters* লেখেন, তাতে তিনি যে ২৭টি পুস্তকের তালিকা দিয়েছিলেন, আজকের দিনে আমরা ঠিক সেই ২৭টি পুস্তককেই নতুন নিয়মের ক্যানন পুস্তক হিসাবে মান্য করি। প্রাচ্যের মণ্ডলীগুলি এই প্রথম নতুন নিয়মের পুস্তক তালিকা প্রকাশ করে। এর ৩০ বৎসর পর, অর্থাৎ ৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে কার্থেজ সম্মেলনে *(Carthage Council)* পাশ্চাত্যের মণ্ডলীগুলিও প্রাচ্যের মণ্ডলীর এই পুস্তক তালিকাকে গ্রহণ করে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে, আমরা কি এখনও ক্যাননে অন্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্তি আশা করতে পারি? এই বিষয়ে **ইব্রীয় ১:১ পদ** বিশেষ আলোকপাত করে। এই পদ পরিত্রাণ-কেন্দ্রীক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে *(perspective of the history of redemption)* আমাদের বলে যে, ***"ঈশ্বর পূর্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদীগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া, এই শেষকালে পুত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন"*** (ইব্রীয় ১:১)। ***"পূর্বকালে"*** ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলা এবং ***"শেষকালে"*** পুত্রে কথা বলার তুলনার দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যীশু খ্রীস্টেতে মানব-জাতির প্রতি কথা বলার দ্বারা ঈশ্বর পরিত্রাণের ইতিহাসের শেষভাগে এই সময় তাঁর চূড়ান্ত প্রকাশের যবনিকা টেনেছেন। খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের প্রকাশের এই মহত্ব, যা পুরাতন নিয়মের সকল প্রকাশের থেকে শ্রেষ্ঠ , ইব্রীয় ১ ও ২ অধ্যায়ে তা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকলই একটি বিষয়ে শিক্ষা দেয় যে, খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের প্রকাশের শেষ সীমা আছে এবং যখন এই প্রকাশের সমাপ্তি ঘটবে, তখন আর কোনও প্রকাশ আশা করা উচিত নয়।

কিন্তু আমরা খ্রীস্টের মাধ্যমে কোথায় এই প্রকাশ সম্বন্ধে জানতে পারি? আমাদের পরিত্রাণ সাধনকারী খ্রীস্টের কার্য সম্বন্ধে নতুন নিয়মের লেখনী চূড়ান্ত, নির্ভরযোগ্য এবং যথেষ্ট ব্যাখ্যা ধারণ করে থাকে। প্রেরিত এবং তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা খ্রীস্টের বাক্য ও কার্য এবং তাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সুষ্ঠ ও সুন্দর বিবরণ দিয়েছে। তাই, একবার যখন তারা তাদের লেখা শেষ করেছে, তখন আমরা খ্রীস্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে এবং সর্বকালের বিশ্বাসীদের জীবনের জন্য এর অর্থ, যা ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান, তার সম্বন্ধে লিখিত ও চূড়ান্ত বিবরণ লাভ করেছি। যেহেতু, এ মানুষের কাছে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত প্রকাশ, সেইহেতু অন্য কোন প্রাকাশ আশা করা যাবে না। এইভাবে, ইব্রীয় ১:১-২ পদ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, নতুন নিয়মের পরবর্তী সময়ের লেখাকে কেন আমরা বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। **ক্যানন এখন বন্ধ হয়ে গেছে।** একই ধরণের বিষয় **প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯** পদেও পাওয়া যায়, ***"যারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল শুনে, তাদের প্রত্যেকজনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, যদি কেউ এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিতে এই গ্রন্থে লেখা আঘাত সকল যোগ করিবেন; আর যদি কেউ এই ভাববাণী গ্রন্থের বচন থেকে কিছু চুরি করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লেখা জীবন-বৃক্ষ থেকে ও পবিত্র নগর থেকে তার অংশ চুরি করবেন।"*** যদিও এই কথাগুলি মূলত প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের জন্য প্রযোজ্য (কারণ এই অধ্যায়ের ৭ ও ১০ পদে এই পুস্তককে ভাববাণী বচনের গ্রন্থ বলা হয়েছে);তথাপি, এই কথাগুলি এই পুস্তকের সব শেষে বা নতুন নিয়মের শেষ পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে উক্ত হওয়া কাকতালীয় বিষয় নয়। বস্তুতঃ, ক্যাননের সব শেষে প্রকাশিত বাক্যকে রাখতেই হবে। যেমন, আদিপুস্তককে সর্বপ্রথমে রাখতে হবে (যেহেতু এ সৃষ্টির বিবরণ দেয়), তেমনি প্রকাশিত বাক্যকে সব শেষে রাখতে হবে (যেহেতু এ ভবিষ্যৎ এবং

ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টির বিষয় শিক্ষা দেয়)। তাই প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯ পদের কড়া নিষেধ মূলত প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের জন্য প্রযোজ্য হলেও, এ একই ভাবে সমগ্র বাইবেলের জন্যও প্রযোজ্য। অতএব, আমাদের বাইবেলের ক্যাননে অন্য কোনও পুস্তকের সংযোজন এবং এর কোন পুস্তকের বিয়োজন অসম্ভব।

এখন, আমরা কীভাবে জানতে পারি যে, আমাদের বর্তমান বাইবেলের ক্যাননে যে সকল পুস্তক আছে, সেগুলির প্রত্যেকটি সঠিক পুস্তক বা ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য পুস্তক? এই প্রশ্নের উত্তর দুইভাবে দেওয়া সম্ভব। **প্রথমত,** আমরা যদি আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তা হলে চূড়ান্তভাবে আমরা এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ের *(Confidence)* ভিত্তি হল "ঈশ্বরের বিশ্বস্থতা"। আমরা জানি যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের ভালোবাসেন, এবং তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের নিজের বাক্য একটি অপরিহার্য বিষয়। যেহেতু, ঈশ্বরের বাক্য তাদের জীবন (২বিবরণ ৩২:৪৭;মথি ৪:৪)। এই পৃথিবীতে যে কোনও বিষয় থেকে ঈশ্বরের বাক্য বেশী মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ঈশ্বর কখনও আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় এই বিষয়কে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন বা আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন না, এমনটি আশা করা যায় না।

আবার, প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯ পদের চরম নিষেধাজ্ঞা ঈশ্বরের লোকদের কাছে সঠিক ক্যাননের অধিকারকেই জোর দেয়। এই পদে উল্লেখিত শাস্তি থেকে অন্য কোন বড় শাস্তি হতে পারে না, কারণ এ অনন্ত বিচারের নিমিত্ত শাস্তি। অর্থাৎ, ঈশ্বর আমাদের দ্বারা সঠিক ক্যাননের সংগ্রহকে বিশেষ মূল্য এবং মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তা হলে, এমন ঈশ্বর, যিনি ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণকর্তা, তিনি কি কখনও তাঁর মণ্ডলীকে প্রায় দুই হাজার বছর ধরে, তিনি যে বিষয়কে বিশেষ মূল্য দেন এবং যে বিষয় তাদের আত্মিক জীবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন বিষয় থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারেন?

অর্থাৎ, সঠিক ক্যাননের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিত্রাণ ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এ কখনও মণ্ডলীর দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। সৃষ্টিতে, ইস্রায়েল জাতির আহ্বানে, খ্রীস্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানে, প্রেরিতদের রচনাতে, ইত্যাদিতে যেমন ঈশ্বর স্বয়ং কার্যকারী ছিলেন; ঠিক একইভাবে, ক্যাননের সংগ্রহ ও সংরক্ষণেও ঈশ্বর কার্যকারী ছিলেন। অর্থাৎ, চূড়ান্তভাবে আমাদের বর্তমান ক্যাননের সঠিকতা ঈশ্বরের বিশ্বস্থতার প্রতি আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ের/আস্থার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা ক্যাননের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি। এই পদ্ধতিতে দুটি বিষয় কাজ করে চলেছে— **পবিত্র আত্মার কাজ**, যা আমরা যখন শাস্ত্র পাঠ করি তখন আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় দেয়, এবং **ঐতিহাসিক তথ্য**, যেগুলি এখন আমাদের অধিকারে আছে।

যখন আমরা শাস্ত্র পাঠ করি তখন পবিত্র আত্মা আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় দেন যে, শাস্ত্রের প্রতিটি পুস্তক ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং এ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কথা। তাই, বাইবেলের বাক্য বিশ্বাসীদের জীবনে যে ভাবে কথা বলে, অন্য কোনও বই সেভাবে কথা বলতে পারেনা। সত্যই ***"ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বি-ধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনায় সূক্ষ্ম বিচারক"*** (ইব্রীয় ৪: ১২)।

একই ভাবে, ক্যাননের পটভূমিকা আমাদের ক্যাননের সঠিকতার বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করতে সাহায্য করে। এই পটভূমিকা থেকে আমরা দেখি যে, একদিকে, ক্যাননে প্রবেশ করার জন্য যোগ্য অন্য কোনও পুস্তকের যেমন জোরালো আবেদন পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই, এর অন্তর্গত কোন পুস্তককে বাদ দেবার জন্যও তেমন কোন বিশেষ আবেদন পাওয়া যায় না। উপরন্তু, মণ্ডলীর প্রথম যুগের বিভিন্ন লেখায় প্রেরিতদের লেখনীর সঙ্গে অন্যান্যদের লেখাকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ *Ignatius* তার *"To The Romans"* পত্রের ৪:৩ অনুচ্ছেদে এমন কথা বলেছেন, *"পৌল ও পিতর যেমন তোমাদের বিভিন্ন আদেশ করতেন, আমি তাদের মতো তোমাদের তেমন আদেশ করতে পারি না;তারা প্রেরিত ছিলেন, কিন্তু আমি একজন অপরাধী;তারা স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু আমি এখনও একজন ক্রীতদাস"*(আনুমানিক ১১০ খ্রীস্টাব্দের লেখা)।

আবার কিছু পুস্তক আছে, যেগুলিকে কিছু সময়ের জন্য ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের শিক্ষা থেকে খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্ব বিরোধী শিক্ষা দেওয়ার কারণে ক্যাননে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

উদাহরণ স্বরূপ, **হারমাসের** লেখা *(Hermas)* **"মেষপালক"** *(The Shepherd)* পুস্তকে শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,

— কৃত পাপের প্রতি অনুতাপ প্রকাশের জন্য স্বেচ্ছায় শাস্তিগ্রহণ বা যাজক দ্বারা নির্ধারিত শাস্তিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

— বাপ্তিস্মের পর কেবল একবার মাত্র পাপ ক্ষমা লাভের সম্ভাবনা

— পুত্র ঈশ্বরের মাংসে মূর্তিমান হবার পূর্বে পবিত্র আত্মা ও পুত্র ঈশ্বর একই ব্যক্তি ছিলেন

— স্বর্গে খ্রীস্টের দ্বারা মানব প্রকৃতি গ্রহণের পরেই ত্রিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বের শুরু

একই ভাবে **থোমার লেখা সুসমাচার**ও ভুল বিবৃতির দ্বারা শেষ হয়েছে, *"শিমোন পিতর তাদের প্রতি বললেন, 'মরিয়ম আমাদের কাছ থেকে চলে যাক, কারণ স্ত্রী লোকেরা জীবনের যোগ্য নয়'। তখন যীশু বললেন, 'দেখ, আমি তাকে পরিচালনা দেব, যেন আমি তাকে পুরুষ করে তৈরী করতে পারি, যেন সেও জীবিত আত্মা হতে পারে, এবং তোমাদের ন্যায় হয়। এইজন্য যত স্ত্রীলোক নিজেদের পুরুষ করে তৈরী করে তারা সকলেই স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী'।"*

অন্যান্য পুস্তকেও এইরূপ বিভিন্ন ভুল শিক্ষা থাকায় এবং পুস্তকগুলির নিজেদের সাক্ষ্যে ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে দ্বিধা থাকায় ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আবার অন্যদিকে, বর্তমান ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত কোন পুস্তককে বাদ দেবার জন্য তেমন কোনও জোরালো আবেদনও পাওয়া যায় না। যদিও প্রথম যুগে সমস্ত খ্রীস্টীয় মণ্ডলীতে অধিক প্রচার না থাকায়, ২পিতর, ২যোহন এবং ৩যোহনকে ক্যাননের অন্তর্ভুক্ত করতে একটু বেশী সময় লেগেছিল। মার্টিন লুথারের পক্ষে যাকোবের পত্রকে ক্যানন হিসাবে গ্রহণ করা একটু সমস্যার বিষয় ছিল। আপেক্ষিকভাবে, যদিও এই পুস্তক পৌলের শিক্ষানুরূপ বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকীকরণের ন্যায় কথা বলে না, কিন্তু এই পত্রের গভীর অধ্যয়ন আমাদের কাছে পরিষ্কার করে যে, এই পত্রও শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের ন্যায়, একই ভাবে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ লাভের বিষয়ই শিক্ষা দেয়। অবশ্য এই শিক্ষা দিতে গিয়ে ধার্মিকীকরণ, প্রকৃত বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের কর্ম সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু একথা আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে, বাইবেলের ক্যাননের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। এই কারণে যদি এমন কাল্পনিক প্রশ্ন করা হয় যে, পৌলের লেখা কোনও পত্র যদি এখন আবিষ্কৃত হয়, তবে কী করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তর একটু কঠিন। কারণ, একদিকে প্রেরিত পৌলের লেখা পত্র হওয়ায়, ক্যাননে অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না; কিন্তু অন্যদিকে, এতকাল পরে এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্তি আমাদের অন্য প্রশ্নের সম্মুখীন করে। ২০০০ বছর পরে আবিষ্কৃত এই পত্রকে পৌলের পত্র হিসাবে প্রমাণ করা যেমন কষ্টসাধ্য বিষয়, তেমনই ২০০০ বছর ধরে বিশ্বাসীরা কি করে এই পত্র ছাড়া তাদের বিশ্বাসের জীবন যাপন করল, সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।

অতএব, শেষ কথা এই, এখন আমাদের বাইবেলে যে ৬৬টি পুস্তক আছে, তাদের প্রত্যেকটিই ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বাইবেলে অন্তর্ভুক্তিতে শতকরা ১০০ ভাগ অধিকারী। আবার এমন কোনও পুস্তক নেই, যেগুলি ঈশ্বরের বাক্য হয়েও বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে ঈশ্বরের দ্বারা মানুষের কাছে প্রকাশিতব্য সকল বিষয়ই বাইবেলে বর্তমান।